প্রথম আলো
৩০/০৪/২০১৫

বিভিন্ন ধরনের কর-সুবিধা দাবি পোশাক খাতের

এনবিআরের সঙ্গে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর বৈঠক

প্রাক-বাজেট
২০১৫-১৬

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিভিন্ন ধরনের কর ছাড় চান রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ও এর পশ্চাৎপদ শিল্পের মালিকেরা। উৎসে কর দশমিক ৩ শতাংশ হারের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে তৈরি পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। আর নিট পোশাকমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ চায়, রপ্তানি মূল্যের ওপর নয়, শুধু কাটিং অ্যান্ড মেকিং (সিএম) মূল্যের ওপর উৎসে কর বসানো হোক।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চলমান প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে এ দুটি সংগঠনের নেতারা এসব সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের জুন মাস পর্যন্ত তৈরি পোশাকের রপ্তানিমূল্যের ওপর দশমিক ৩ শতাংশ হারে কর বসানোর মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

সংস্থার সদস্য মো. ফরিদউদ্দিনের সভাপতিত্বে গতকাল এনবিআর সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিএমইএ : আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্কসংক্রান্ত একগুচ্ছ বাজেট প্রস্তাব দিয়েছে বিজিএমইএ। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিশ্বমন্দার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে দর কমে যাওয়ায় বর্তমানে দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে। ২০১০ সালের পর শ্রমিকদের মজুরির পাশাপাশি বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য সেবা, পরিবহনসহ অন্য খরচ বেড়েছে। এতে ব্যবসায় পরিচালনার ব্যয় ১৫ শতাংশ বেড়েছে। এসব কারণে চূড়ান্ত কর দায় হিসাবে বিবেচনা করে উৎসে কর হারের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

২০০৫ সালের জুলাই মাস থেকে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে কর নির্ধারিত ছিল। ২০১৪ সালের জুন মাসে এ কর হারের মেয়াদ শেষ হয়। ফলে চলতি অর্থবছর থেকে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর করপোরেট বা কোম্পানি কর আরোপ হওয়ার কথা। বিজিএমইএ ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে এ কর দিতে চায়।

এ ছাড়া পোশাক শিল্পের রপ্তানিতে রপ্তানিমূল্যের ওপর ২ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিজিএমই।

সমিতির সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, 'দরের দিক থেকে তৈরি পোশাক খাত চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশে মুদ্রার মান কমেছে, বাংলাদেশে বেড়েছে। এখন আমাদের কোরামিন দেন, তৈরি পোশাক খাতের কোরামিন দরকার।'

বিকেএমইএ : রপ্তানিমূল্যের ওপর নয়, কাটিং অ্যান্ড মেকিংয়ের মূল্যের ওপর উৎসে কর আরোপের প্রস্তাব করেছে বিকেএমইএ। তাদের প্রস্তাবের পক্ষে বলা হয়েছে, তৈরি পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠান রপ্তানিমূল্যের ৭৫-৮০ শতাংশ বিভিন্ন কাঁচামাল কেনার জন্য ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে থাকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কাছে 'কাটিং অ্যান্ড মেকিং' মূল্য রক্ষিত থাকে। সেই মূল্যের ওপর উৎসে কর আরোপের সুপারিশ করেছে বিকেএমইএ।

বিকেএমইএর অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে রপ্তানিমূল্যের ওপর নগদ সহায়তা ২ শতাংশে উন্নীত করা, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পকে ইপিজেডের মতো সুবিধা দেওয়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিলের ওপর শতভাগ মূসক প্রত্যাহার।

সভায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) পক্ষ থেকে বাজেট প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন রপ্তানিকারকদের সংগঠন ইএবির সভাপতি ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী, বিকেএমইএ সহসভাপতি আসলাম সানি, বিজিএপিএমইএ সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী প্রমুখ।